

## জনাব রায়হানের প্রত্যাশার জবাব

সাদ্দিক কামরান মির্জা  
ফেব্রুয়ারী ২, ২০০৬

রায়হান সাহেবকে আমার পক্ষে বুঝানো বড় কঠিন হবে, কারণ তিনি (কাটবিড়ালীর ন্যায়) গাছের কাণ্ড থেকে ডালা, এবং ডালা থেকে পাতা, আবার পাতা থেকে গাছের কাণ্ডে চলে আসেন। অর্থাৎ তিনি তর্কের কোন বিশেষ পয়েন্টে থাকেন না। আমার পূর্বের মন্তব্যের কেন্দ্রটিই ছিল **রসুল মরে গেছে, সুতরাং রসুলের কথা আর বলা যাবে না।** সুধু এই উদ্ভট মন্তব্যটিই আমাকে উদ্ভুদ্ধ করেছে রায়হান সাহেবের লেখায় মন্তব্য করতে। কিন্তু আমার পাল্টা যুক্তিকে ডিফেন্ড না করে আবার অন্যকথায় চলে গেছেন। কোরান তুলসি পাতা নয় সেটা যদি আপানি বিশ্বাসই করেন তা’হলে হাদিস নিয়ে টানা টানি করছেন কেন, এবং কোন মতলবে? কোরানে এটা নেই কোরানে সেটা নেই বলে আবার এখন সুর পালটিয়ে বলছেন, কোরান তুলসী পাতা নয়! যদি কোরান তুলসীপাতা না হয় তা’হলে হাদিস বাদ দেওয়ার যুক্তিটা আসল কোথায় থেকে? চাকরের সঙ্গে সেক্স করা যাবে বা যুদ্ধবন্দীদের বৌ-জিকে স্নেহ বা কনকিউবিন বানানোর ভার্স কোরানে থাকা কি যতেষ্ট নয় কোরানকে **discard** করার জন্য? এক বালতি দুধে এক ফোটা মূত্র কি যতেষ্ট নয় আপনার কাছে সেই দুঁধকে ড্রেনে ঢেলে দেবার জন্য? আপনাকে কি সেই দুঁধে আরও খারাপ জিনিষ খুজতে হবে?

রায়হান সাহেব লিখেছেন- “**শুনুন, মুক্তমনা, সাদালাপ, ভিন্নমত, FFI, NFB, ISIS সহ অনেক ওয়েব সাইট থেকে ধর্ম নিয়ে লেখা এমন কোন আর্টিকেল নেই আমি পড়িনি**”। আমার জানতে ইচ্ছে হচ্ছে আপনি কি সুধুই পড়েন, নাকি পড়ে কিছু শিখতে বা মনে রাখতেও চেষ্টা করেন? আপনার উল্লেখিত সবক’টি ওয়েব সাইটে কম করে হলেও ৪/৫ হাজার আর্টিকেল আছে ধর্মের উপরে লেখা। আমি কিন্তু তার ১০% লেখাও পড়তে পারি নাই, কারণ আপনার মত এত সময় আমার হাতে নেই। আমাকে আবার বলতেই হচ্ছে যে আসলে ‘**ষোল আনাই মিথ্যা**’ এর প্রবাদটি আপনার বেলা একেবারে মোক্ষম। কেহ যদি ঐসব হাজার হাজার ধর্মের উপর লেখাগুলির ১০% ও পরে তা’হলে সে কখনো আপনার মত অবাস্তব এবং উল্টাপাল্টা প্রশ্ন করবে না। আপনি আবুল কাসেমের কোরান রচনার আর্টিকেল যদি পড়েই থাকেন তা’হলে আপনার এই আজব প্রশ্ন কেন? তার মানে আপনি পড়েন, কিন্তু কিছুই শিখেন না বা মনে রাখেন না। **নতুবা আপনি অন্যের লেখা কিছুই বিশ্বাস করেন না, নিজেরটা ছাড়া! তাই না?**

আপনি একবার বললেন-“**কোরান কিন্তু সেটাই বলে। ক্রিয়েটর বা কোরানে বিশ্বাস না করার জন্য কোরানে কোনরকম টেম্পোরাল (পার্থিব) শাস্তির বিধান রাখা হয় নি, যেটা বাইবেলে আছে**”। আবার এখন বলছেন-“**কোরানে যে খারাপ কথা**

আছে তাহা আমি অস্বীকার করছি না”। আসলে কোনটা সত্যি কথা? আপনি কোরান না পড়েই কি করে এমন বেহুদা ভুল তথ্য দিতে পারলেন কোরান সম্পর্কে? আল্লাহকে (কোরানকে) এবং রসুলকে (হাদিসকে) বিশ্বাস না করলে শতবার কোরানে কঠোর শাস্তির (পার্শ্ব এবং পরকালে) কথা বারবার বলা আছে। আর আপনি বলে যাচ্ছেন—“কোরানে পার্শ্ব শাস্তির বিধান নেই”!!!

আমার গাছের উপমাটি একটি ক্লাশ থ্রিতে পড়ুয়া ছাত্রও খুব ভাল করেই বুঝবে আমি কি বুঝছি। ভাল গাছের ডালা নেই একথা আপনাকে কে বলেছে। উদ্ভিদ বিদ্যায়ও দেখি আপনি বড্ড উস্তাদ! গাছের ডালা কি কেবল সারা কাণ্ড থেকেই হয়, ডালা/পাতা কি গাছের অগ্রভাগ থেকে বের হতে পারে না? ভাল গাছের অগ্রভাগে যে লম্বা লম্বা হাতলের না ডালা বের হয়ে তার অগ্রভাগে পাতা ঝুলতে থাকে সেটা কি? সেগুলি কি ভাল গাছের ডালা এবং পাতা নয়? পাতাবিহীন সুধু কাণ্ড দিয়ে কি সাধারণ কোন গাছ বাচে? বলিহারি আপনার যুক্তি! ঠিক আছে, গাছের উপমা যখন বুঝলেন না, তখন বিষয়টাকে একটু সোজা করে দেই। **ইসলাম যদি একটি বিল্ডিং হয়; তা’হলে ইটগুলো হল কোরান, আর সিমেন্ট, রড এবং বালু হল হাদিস। এবার বলুনত—সিমেন্ট, বালু, এবং রড সরিয়ে ফেললে সেই ইসলামের বিল্ডিংটা দাঁড়িয়ে থাকবে কি না? আশা করি এবার বুঝেছেন???**

ধর্মকে এডিট করা বা বদলানো যায় না এ কথা আমি আপনার লেখা থেকে বলি নাই। একথা আমি আমার অন্তত ২০টি আর্টিকলে লিখেছি বহু বৎসর পূর্বেই; পড়ে দেখুন আমার লেখাগুলো। আমি আপনার লেখা পড়ি, তার মানে এই নয় যে আপনার সব লেখাই পড়ি। আপনার পূর্বের লেখাটি আমি মিস করেছি। ধর্মকে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে দিতে হবে আমি একথা কখনো লিখি নাই আমার কোন লেখাতেই। আলী সিনা তার নিজের নীতি নিয়ে বলেছে ‘ইরাডিকেশন’ এর কথা, তাই বলে আমি তার সঙ্গে তর্ক জুরে দেই নাই, কারণ সে আমার সহ যুদ্ধা।

বাইবেলে এটা আছে, বাইবেলে সেটা আছে বলছেন, আবার বলছেন আমি অন্য ধর্মের কথা লিখি নাই!!! আপনাকে আমার কয়েকটি প্রশ্নঃ—বাইবেল এর কথা হল গডের মুখের কথা( যাহা পাঁখা ওয়ালা জিব্রাইল বয়ে নিয়ে এসেছে জেসাসের কাছে) এবং মানুষের কথা নয়— এরূপ অদ্ভুত কথা ক’য়টি খৃষ্টান আপনাকে বলেছে? তারা বলে বাইবেল মানুষেরই কথা কিন্তু **inspired by God**, সুধু এটাই দাবী করে খৃষ্টান মোল্লারা (সাধারণ খৃষ্টানরা তাহাও বিশ্বাস করে না)। আর সেজন্যই বাইবেলে একেকটি চাপ্টার আছে বিভিন্ন রচনাকারীর বা লেখকের নামে। তাছাড়া, বাইবেল ধরতে হলে কি অজু করতে হয়? বাইবেলের আয়াত দিয়ে তাবিজ বানিয়ে গলায় ঝুলালে কি রোগ ভাল হয়? এরূপ আজব কথা কি শুনেছেন কোন খৃষ্টানের কাছে? খৃষ্টানরা কি (সারা জীবন চুরি-চামারী করে) কোন এক বিশেষ জায়গায় যেয়ে তাদের সারা জীবনের সমস্ত পাপ মোচন করে? কোন খৃষ্টান মোল্লা কি বাইবেল বা জেসাস এর সমালোচনা কারীকে কল্লা কাটার ফতোয়া দেয়? এই দেখুন না ডেনমার্ক এ প্রফেট মুহাম্মদের কার্টুন আকাতে সারা মুসলিম বিশ্বে

কিরূপ ইসলামী বাঁদর নাচ শুরু হয়েছে? সম্প্রতি মক্কায় হজ্জ এবং ঢাকায় বিশ্ব ইজতেমার ন্যায় এরূপ কয়টি পাগলামির ইতিহাস আপনার কাছে আছে আছে খৃষ্টধর্মকে নিয়ে? দয়া করে বলবেন কি? ঠিক আজকের ঢাকা থেকে জন কঠের একটি তাঁজা খবরঃ “রাজার বাগের পীর নিয়ে সুনামগঞ্জে লক্ষাকান্ড; রাতভর সংঘর্ষে ৩০ পুলিশসহ শতাধিক লোক আহত” –এরূপ একটি মাজাদার খবর কি আপনি কোন খৃষ্টানের দেশে খুজে পাবেন? শান্তির ধর্মের লোক ছাড়া এধরনের জীহাদী খেল আর কে দেখাবে, বলুন? আর একটি প্রশ্ন- কোরানে যে খোদ মুহাম্মদের নিজের কথা লিখা নেই তা’ কি আপনি নিশ্চয় করে বলতে পারবেন?

কোরানের ৩০০ বৎসর পরে হাদিস এসেছে সে কথা আপনাকে কে বলেছে? **কোরান এবং হাদিসের রচনা বা জন্ম (তৈরী) ঠিক একই সময়ের; অর্থাৎ রসুলের জীবিত কালেই।** সুধু সেগুলোকে **Compile** করা হয়েছে বিভিন্ন সময়ে—কোরান ২০ বৎসর পরে এবং হাদিস কারও মতে ৭৫ বা কার মতে ২৫০ বৎসর পর। হাদিস হল—**Words and actions of the Prophet Muhammad**, যাহা ঘটেছে তার জীবিতকালেই। বিশ বৎসর পরে রেকর্ড করা কোরান যদি সুদ্ধ হয় তা’হলে ৭৫ বা ২৫০ বৎসর পরেরটা একেবারে রটেন হয় কি করে? কোরান যে রূপে বিভিন্ন বস্তুতে (হাড়, গাছের পাতা ইত্যাদি) লেখা এবং কিছু সাহাবীর মেমোরীতে ছিল; ঠিক তেমনি, হাদিসগুলোও লিখাছিল বিভিন্ন বস্তুতে (হযরত আয়েশা এবং হাফসার কাছে বহু হাদিস সংরক্ষিত ছিল) এবং মেমোরাইজ্‌ড ছিল বিভিন্ন মানুষের মধ্যে যাহা বৎস পরস্পরায় দাদা থেকে বাপ, আবার বাপ থেকে ছেলের কাছে রক্ষিত ছিল। ইহাতে কোরানের সঙ্গে বড় তফাতটা কি হল?

হাদিস **Compilation** এর পূর্বে ইসলামী কাজ-কারবার (রসুল এবং তার চার খলিফার আমল) একেবারে বাহারী চমৎকার ছিল সেটা কে বলেছে আপনাকে? আমরাত মনে করি তখন কার শাসন ব্যবস্থা আরও জগন্য খারাপ ছিল। হাদিস গুলোকে **Compile** করার পূর্বে অর্থাৎ, নবীর (দঃ) এর জীবিত কালে এবং তার চার খলিফার আমলে এইসব হাদিসের নিয়ম কানুন দিয়েই রাষ্ট্র এবং জীবন চালিত হত তখনো এবং ওটাই ছিল খাটি ইসলাম। ইসলামী শাসন ছিল এক নম্বরের ডিক্টাটরশীপ এতে কোন সন্দেহ নেই। আপনি কি সম্প্রতি আকাশ মালিকের লেখা (ইসলামের জন্ম এবং হযরত ওসমানের রাজত্বকাল এর সিরিজ) এর ইসলামী শাসনের সত্যিকার ইতিহাস সম্বলিত প্রবন্ধ গুলো ভিন্নমতে পড়েন নাই? নাকি পড়েও আবার ভুলে গিয়েছেন? **হাদিস কি মুহাম্মদের মৃত্যুর ৩০০ শত বৎসর পরে তৈরী হয়েছে?** সেইগুলোত নবীর (দঃ) নিজের কথাবার্তা, কাজ-কারবার, তার বিচার-আচার দিয়েই হাদিসের জন্ম। তা’হলে নবীর মৃত্যুর পরে হাদিস সৃষ্টি হল কি করে?

আপনি এতসব আর্টিকেল পড়ার পরও আবার প্রশ্ন করেছেন আমাকে কয়েকটি কোরানিক ভার্স খুজে দিতে? কোন আর্টিকলেই কি আপনি এসব আয়াত দেখেন নাই; নাকি বিশ্বাস করেন নাই? আমি আপনাকে খুজে দেব না; আপনাকে খুজে

নিত্যে হবে। আমি সুধু ছুরা নাম্বারটি দেব আয়াত নং দেব না (আমার স্পস্ট জানা থাকা সত্ত্বেও)। সমস্ত কোরানেই অসংখ্যবার বলা আছে—“তোমরা নামাজ এবং যাকাত কায়েম কর”। খুজে নিন। নামাজ পাঁচ ওয়াস্তের কথা কোরানে বলতে হবে কেন? হাদিস কিজন্য এসেছে? কোরানের প্রতিটি কথাকে ব্যাখ্যার করার জন্যই হাদিসের সূচনা। তাছাড়া, নামাজ কি দুনিয়ার সকল মুসলিম একই ভাবে পড়ে? কেহ পাঁচ, কেহ বা দশ ওয়াস্ত নামাজ পড়ে, কেহ সুধু ফরয নামাজ পড়ে এবং বিভিন্ন দেশের মুসলিম বিভিন্ন ভাবে নামাজ পড়ে। রোযার জন্য ছুরা নং ২:২ পড়ুন। **এপোস্টেট এর মৃত্যুদন্ডের জন্য ছুরা নং ৪:৮৯ পড়ুন (এট দয়া করে দিয়ে দিলাম ,নিচে দেখুন)**। হজ্জ করার জন্য ও কোরানে আয়াত আছে, পড়ে নিন। অজু করে কোরান টাচ করার জন্য ছুরা-৫৬:২ দেখুন। পর্দার ব্যাপারে ছুরা নূর পড়ুন। হাত কাটার আয়াত দেখুন ছুরা-৪:২ এ, খুজে নিন। কোরান পড়ে জেনে নিন আরও কত উদ্ভট এবং অসুস্থ কথাবার্তা লেখা আছে।

আর পাথর মেরে কাফের মারার আয়াত আছে তাহা আমি কখনো বলি নি। তবে পাথর মারার জন্য অসংখ্য হাদিস আছে, তাহা কি কম? পাথর মারার আয়াত কোরানে ছিল, পরে তাহা বাদ দেওয়া হয়েছে; কারও মতে তাহা হযরত ওমর (রাঃ) বন্ধ করেছেন। আমাদের পেয়ারা নবী এবং তার সাজপাজরা কি পাথর মেরে কাফের হত্যা করেনি? ইরানের মোল্লারা এপর্জন্য ৪/৫ শত মানুষ (বিশেষ করে মেয়ে মানুষ) পাথর মেরে হত্যা করেছে, সৌদিতে আগে পাথর মারত এখন কল্লা কাটে। এমনকি বাংলাদেশেও এডাল্টি জন্য পাথর মেরে ছিল সিলেটের নুরজাহানকে। বাংলাদেশে ইসলামী শাসন কায়েম হলে সেখানেও পাথর মারা, হাত কাটা, কল্লা কাটা চলবে, ইনশায়াল্লাহ!!! চিন্তার কোন কারণ নেই!

**এপোস্টেট কে মেরে ফেলার আয়াতটি যাচাই করে নিনঃ-**

004.089

**YUSUFALI:** They but wish that ye should reject Faith, as they do, and thus be on the same footing (as they): But take not friends from their ranks until they flee in the way of Allah (From what is forbidden). But if they turn renegades, **seize them and slay them** wherever ye find them; and (in any case) take no friends or helpers from their ranks;-  
**PICKTHAL:** They long that ye should disbelieve even as they disbelieve, that ye may be upon a level (with them). So choose not friends from them till they forsake their homes in the way of Allah; if they turn back (to enmity) then take them **and kill them wherever ye** find them, and choose no friend nor helper from among them,  
**SHAKIR:** They desire that you should disbelieve as they have disbelieved, so that you might be (all) alike; therefore take not from among them friends until they fly (their homes) in Allah's way; but if they turn back, then **seize them and kill them** wherever you find them, and take not from among them a friend or a helper.

এবার আপনার আর কি কিছু বলার আছে? অনুবাদের দোষ দিবেন নিশ্চয়?

হ্যাফ বা আদা মোল্লারা হল সবচেয়ে বড় হিপোক্র্যাট, তারা ইসলামের সত্যিকার চেহারাটা ফালতু কিছু যুক্তি দিয়ে ঢেকে রাখতে চায় এবং তারা পরোক্ষভাবে খাটি মোল্লাদেরকেই সাহায্য করছে। খাটি মোল্লাদেরকে আমি শ্রদ্ধা করি, কারণ তারা অন্ততপক্ষে হিপোক্র্যাট নন এবং সত্য কথা বলে। রায়হান সাহেব বুঝেও না বুজার ভান করলে আমাদের কোন সাধ্য নেই উনাকে বুঝানোর। তাছাড়া, হাজার হাজার ইসলামি আর্টিকেল পড়ে যখন এসব উদ্ভট যুক্তি টানেন, তখন মনে হচ্ছে উনি হচ্ছে করেই না বুঝার ভান করছেন। আমাদের তাতে কোন আসে যায় না মোটেই। ইসলামের বিষদাঁত নিয়ে আমি যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলাম এর চেয়ে ভাল যুক্তি আর কেহ দিতে পারবে না। সেটাই যখন রায়হান সাহেব বুঝতে পারছেন না, তবে আর ওনাকে বিষদাঁত এর কথা বলে আর লাভ কি?

আরও একটি কথা আছে জনাব রায়হানদের কাছে। জনাব রায়হান/জামিলুল বাসার এর প্রতি এটা একটা **Challenge** রাখা হল—ধরুন এই পৃথিবীর সব মুসলিম দেশ মিলে সর্বমোট ১০ মিলিয়ন খাটি মোল্লা(পাতি মোল্লা নয়, খাটি মাদ্রাসা শিক্ষিত মোল্লা) আছে। আপানারা যদি এই ১০ মিলিয়ন খাটি মোল্লাদের মধ্যে থেকে মাত্র ৫জনকেও রাজী করাতে পারেন আপনাদের এই হাদিসবিহীন ইসলামের প্রজেক্টে; তাহলে আমি আপনাদেরকে ৫হাজার ডলার পুরস্কার দেব, এবং আমি চিরতরে ইসলাম নিয়ে সমালোচনা বন্ধ করব। রাজী? এটা আপনাদের প্রতি আমার **Challenge** রইল।

রায়হান সাহেবরা যত খুশি হাদিসকে গালাগাল বা কাটাচিরা করুন, হাদিসকে গারবেজ করে সুধু কোরানিক ইসলাম সারা দুনিয়াতে স্থাপন করে ইসলামী টেররিজম বন্ধ করুন এবং বিশ্বে আপনাদের কল্পিত শান্তির ইসলাম কায়েম করুন। তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। সুধু অনুরোধ করব—যেন আমাদেরকে শিখাতে আসবেন না কাকে নিয়ে সমালোচনা করা উচিত বা কাকে নিয়ে উচিত নয়। অথবা ইসলামের কি নিয়ে আমাদেরকে লিখা উচিত বা কি নিয়ে লিখা উচিত নয়। ধন্যবাদ।